দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 23 2006
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ২

স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন

এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল ও কামিলের যথাক্রমে ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের মান প্রদানের দাবী এখন গণদাবীতে পরিণত হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সুরক্ষার জন্যই দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ থেকে শুরু করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ আজ এই ন্যায়সঙ্গত দাবীতে সোচ্চার। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এদেশে ইসলামী শিক্ষার রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। এদেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সূফী-পীর-আউলিয়াগণের মাধ্যমে। তাদের দ্বারাই ইসলামী শিক্ষার ভিত রচিত হয়েছে। এতে রাজনীতির কোন অবদান নেই। তবে অতীতে কখনো কোন রাজনীতি মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র মর্যাদা ক্ষুণ্ন বা বিনষ্ট করার অপচেষ্টায় মেতে ওঠেনি। কারণ, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও গণমানুষের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া, এই ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা সমাজে মানবিক বিকাশ ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠায়ও অপরিসীম ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল ও কামিলের মানদানের ন্যায়সঙ্গত গণদাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সম্প্রতি দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক বৈঠকে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিনিধি দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের সাথে তার বাসায় সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি সেই সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো সুন্দর ও যুগোপযোগী করার জন্যই দেশের প্রখ্যাত আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখের প্রাণের দাবীর প্রতি আওয়ামী লীগের এই সমর্থন। দেশে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া ইসলামের কল্যাণে ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। ব্যাপকসংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাসহ এ খাতের অবকাঠামো উন্নয়নেও শেখ হাসিনার সরকার যে কোন সরকারের চেয়ে বেশী অবদান রাখে। সাক্ষাৎকালে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আরো জানান, একটি মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ কখনোই ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। তবে ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ, উগ্রবাদ ও মওদূদীবাদকে আওয়ামী লীগ সমর্থন করে না।

দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ বরাবরই এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মানুভূতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছে। ইসলামের কল্যাণে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে আওয়ামী লীগের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার ঐতিহ্যও নতুন নয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম বলে বিবেচিত মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এছাড়া ঘোড়দৌড়ের মত জুয়া খেলাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। সর্বস্বান্ত হবার আত্মঘাতী ফাঁদে পা দেয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল বহু প্রতিশ্রুতিশীল যুবক। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন আজ বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে মহীরুহসদৃশ এক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করে চলেছে। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে ইমাম ট্রেনিং, মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য সেমিনার-সিম্পজিয়াম, হজযাত্রীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স, মাহে রমজানের মাসব্যাপী আলোচনা সভা, কোরআন-হাদীসসহ বিভিন্ন মূল্যবান ইসলামী গ্রন্থের প্রকাশনা, যাকাতের ওপর সেমিনার ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর নিয়মিত আয়োজন করছে ফাউন্ডেশন। স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, ইসলামের প্রসারে আওয়ামী লীগের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। দেশে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিলোপের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ধ্বংসের লক্ষ্যেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল ও কামিল-এর মান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ধর্মীয় আবেগ-চেতনা ও গণদাবীর প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তকে স্বাভাবিক বা গ্রহণযোগ্য মনে করার কোন কারণ নেই। উল্লেখ্য, দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে মওদূদীবাদ বা মওদূদীবাদীদের প্রকৃত কোন সম্পর্ক নেই। অথচ ইসলামী এই শিক্ষা ধারার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা সরকারকেও বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারাদেশের মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকরা যখন প্রতিবাদে সোচ্চার ঠিক তখনই দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের সুদৃঢ় সমর্থন তাদের আশান্বিত ও আশ্বস্ত করেছে। আওয়ামী লীগ এ জন্য অবশ্যই জনপ্রশংসার ভাগিদার হবে। আমরাও এ উপলক্ষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাসহ নীতি-নির্ধারকদের সাধুবাদ জানাই।

অন্তরের তাগিদে এ দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ নিজেদের অর্থে, স্বেদে, শ্রমে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন যে, ১৩০০ ফাজিল-কামিল মাদ্রাসা, মন্ত্রী সভা কমিটির সর্বশেষ সিদ্ধান্তের বেড়াজালে তার অধিকাংশই আটকে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনুমোদন না পেলে এসব মাদ্রাসার অস্তিত্ব হয়ে পড়তে পারে বিপন্ন। মাদ্রাসার শিক্ষার আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন সকলেরই কাম্য কিন্তু একে উসিলা করে এই শিক্ষার ধ্বংস সাধনের পাঁয়তারা কেউ মেনে নেবে না।

আলেম-ওলামা ও হক্কানী পীর-মাশায়েখের স্মৃতিবিজড়িত এই বাংলাদেশে আলেমে দ্বীন, দক্ষ মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির, ফকীহ'র অভাব কোনভাবেই, কোন সময়েই, কোন অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র কার্যকর হলে এই দ্বীনী মেধাসংকট ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে জাতির সামনে দাঁড়াতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষা বিলুপ্ত করার নীলনকশা বাস্তবায়নে কায়েমী স্বার্থবাদীদের অপতৎপরতা রুখতে হলে সবার আগে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। জনস্বার্থ নিয়ে যারা সোচ্চার- সেই রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

আওয়ামী লীগের এই সমর্থনের ধারাবাহিকতায় অন্যান্য বৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এগিয়ে এসে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করলে স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করতে বাধ্য।